দৈনিক ইনকিলাব
রেজিঃ ডিএ ৬৬২
২৩তম বর্ষ ২৭তম সংখ্যা
ঢাকা, সোমবার
১৬ আষাঢ় ১৪১৫
১৫ জমাদিউল সানি ১৪২৯ হিজরী
30 JUNE 2008
THE DAILY INQILAB ■ প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ মাওলানা এম এ মান্নান

ব্য ● ব ● সা ● বা ● ণি ● জ্য

# জাতীয় বাজেট প্রস্তাবনা ও উত্তরাঞ্চলের উন্নয়ন প্রসঙ্গে চারটি বিশেষ সুপারিশ

ডঃ এম আজিজুর রহমান

সম্প্রতি নর্থবেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বাজেট ও উত্তরাঞ্চলের উন্নয়ন শীর্ষক একটি আলোচনা সভা সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন উক্ত সভার সভাপতি এবং নর্থবেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. এম. আজিজুর রহমান। তিনি ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট এবং বাজেটে উত্তরাঞ্চলের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও উত্তরাঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈষম্যজনিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কিছু দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য তুলে ধরেন। নিচে উত্তরাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যসহ অন্যান্য দিকের ওপর আলোকপাত করে কিভাবে প্রস্তাবিত বাজেটকে এতদঞ্চলের উন্নয়নে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানো যায় তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হলো–

**২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ ঃ** একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে না পারলে দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করতে পারে না বিধায় পশ্চাৎপদ এলাকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উত্তরাঞ্চলের প্রতি নজর দেয়া দরকার। দেশের এক-চতুর্থাংশ এলাকা বা উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় বসবাসরত সাড়ে তিন কোটি লোক বিভিন্নভাবে আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার। অনানুষ্ঠানিক তথ্য মতে দেশের ৪০% লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। একইভাবে আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার উত্তরাঞ্চলের প্রায় ৫০% লোক বা ১ কোটি ৭৫ লাখ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে কষ্টসাধ্য জীবন-যাপন করছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. এ. বি. মির্জ্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, বাজেটে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যাশিত জিডিপি ৬.৫% ধরা হয়েছে এবং প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি ১১.৬% থেকে কমে ৯%-এ আসবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থ উপদেষ্টা আরও বলেছেন, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বাজেটের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো আয়-উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং আঞ্চলিক বৈষম্যসহ বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য দূর করে দারিদ্র্য বিমোচন করা। বিদ্যা ও অর্থনীতির ভাষায় এটাই হলো উন্নয়নের সংজ্ঞা ও উন্নয়নের জন্যে এই মর্মে পদক্ষেপ নেয়া দরকার। অর্থ উপদেষ্টা আরও উল্লেখ করেছেন, প্রস্তাবিত বাজেটে বাজার মূল্য স্থিতিশীল হবে, বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে, সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে, তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটবে, বিদ্যুৎ ঘাটতি হ্রাস পাবে এবং আঞ্চলিক বৈষম্যকে সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনা হবে। ওপরের কার্যক্রমগুলোর সফলতা অর্জন সাপেক্ষে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে আমরা কয়েকটি বিশেষ পরামর্শ দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করতে চাই।

প্রথমত, আঞ্চলিক বৈষম্যসহ যে কোন ধরনের বৈষম্য দূরীকরণে উন্নয়ন বাজেটের ভূমিকা অপরিহার্য। **প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ অতি কম** যা ২৫% থেকে বাড়িয়ে ৩০% করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণসহ বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের জন্যে উন্নয়ন বাজেটের সুষম বণ্টনের প্রেক্ষিতে একটি যুক্তিসঙ্গত নীতি নির্ধারণ করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, বৈষম্যে আক্রান্ত অঞ্চল ও বিভিন্ন দরিদ্র মানুষের দরকে ন্যূনতম ১০০ দিন কর্মসংস্থানের জন্যে প্রস্তাবিত ২% বাজেট বা ২ হাজার কোটি টাকা অতি অপ্রতুল যা বাড়িয়ে ৪% বা ৪ হাজার কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, বৈষম্যে আক্রান্ত দারিদ্র্যপীড়িত উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির এ ধরনের সুযোগ-সুবিধার সুষম বণ্টনের একটি যুক্তিসঙ্গত নীতি নির্ধারণ করা যেতে পারে। চতুর্থত, প্রস্তাবিত বাজেটে মানবসম্পদ উন্নয়নে যে ২১ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে তার একটি বিশেষ অংশ সমগ্র দেশের এক-চতুর্থাংশ লোকের আবাসভূমি উত্তরাঞ্চলের শিক্ষা খাতের উন্নয়নের জন্যে নির্ধারণ করা যতে পারে।

**উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্র**

**আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যে ঃ** বাংলাদেশ বিস্তীর্ণ সমভূমিসমৃদ্ধ একটি ব-দ্বীপ রাষ্ট্র। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এ দেশটি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনপদে বিভক্ত। দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ আয়তনের উত্তর বাংলা সাড়ে তিন কোটি লোকের আবাসভূমি। জনসংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরবাংলা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম আয়তনের দেশ কানাডার চেয়েও বড়। এ অঞ্চলের জনগণের প্রধান পেশা ও অর্থনীতির চালিকা শক্তি হল কৃষি। এ জনপদে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও উদ্যোক্তার অভাবে শিল্প কারখানার সংখ্যা এতটাই অপ্রতুল যে শিল্প কারখানা প্রায় নেই বললেই চলে। জাতীয়ভাবে শিক্ষার হার প্রায় ৬৫% হলেও উত্তরাঞ্চলের শিক্ষার হার মাত্র ৩৩%। গড়পড়তা জাতীয় মাথাপিছু আয়ের তুলনায় এ অঞ্চলের মাথাপিছু আয় মাত্র ৬৭%। এ অঞ্চলে দরিদ্র ও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যাও বেশি।

মঙ্গপীড়িত বৃহত্তর রংপুরে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের প্রকল্প হাতে নিলেও প্রয়োজনীয় তুলনায় তা অতি অপ্রতুল হওয়ায় এ এলাকার সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক হয়নি। পদ্মা ও যমুনা বিধৌত উত্তরাঞ্চল অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গ্যাস-বিদ্যুৎ-জ্বালানি সঙ্কট, উদ্যোক্তার অভাবে শিল্পায়নে অপ্রতুলতা, সেবামূলক কর্মকান্ড ও কর্মসংস্থানের অভাব, মূলধনের অভাব; সবকিছু মিলে উত্তরাঞ্চল আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার। অর্থনৈতিক দুরবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে অঞ্চলটি সমগ্র দেশ থেকে আলাদা হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অত্র অঞ্চলে অর্থনৈতিক অস্থিরতা দূরীকরণে সরকার ও সাধারণ মানুষকে গুরুত্বের সাথে ভাবতে হবে এবং এক সাথে কাজ করতে হবে।

**শিক্ষা ঃ** আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণসহ সামগ্রিকভাবে একটি দেশের দারিদ্র বিমোচনের প্রথম শর্ত হলো শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়করণ এবং আঞ্চলিক বৈষম্যে আক্রান্ত এলাকাসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষার উন্নয়ন। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০টি। অর্থাৎ গড়ে প্রতিটি জেলায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ০.৪৭। উচ্চ শিক্ষার সুষম বণ্টন এবং জনসংখ্যা, জেলা ও অঞ্চলভিত্তিক বণ্টন হিসাবে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে ৭টির অধিক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থাকার কথা থাকলেও শুধু রাজশাহী ও দিনাজপুরে দু'টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের বাকি ১৪টি জেলায় একটি করে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণসহ দারিদ্র বিমোচনে তা বিশেষভাবে সহায়ক হবে। টিনসেড ঘরসহ ন্যূনতম অবকাঠামো দিয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারলে উত্তরাঞ্চলসহ গোটা দেশ উপকৃত হবে। একই উদ্দেশ্যে বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মৌলিক শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা জোরদার করতে হবে।

**কৃষি ঃ** কৃষিতে সম্ভাবনাময় উত্তরাঞ্চলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হয়ে থাকে। উদ্বৃত্ত এ উৎপাদন দেশের অন্যান্য এলাকায় সরবরাহ করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশের খাদ্য সরবরাহের নেতৃত্ব প্রদানকারী এ অঞ্চলের কৃষিকে রক্ষা করার জন্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। বন্যাজনিত দুর্যোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে উত্তরাঞ্চলের পদ্মা ও যমুনা এবং পূর্বাঞ্চলের মেঘনা নদীর দু'ধারে সুপরিকল্পিতভাবে দীর্ঘ মেয়াদী মজবুত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দিতে হবে। সাথে সাথে উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ, সার, কীটনাশক, ডিজেল ও পানি সেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি সময় মত সরবরাহের নিশ্চয়তা এবং এ খাতে পর্যাপ্ত ভর্তুকি দিয়ে সরকারী-বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের কৃষকদের সহায়তা দিতে হবে। একই সাথে সহজ সুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থাও করা দরকার। কৃষি প্রধান এ অঞ্চলের কৃষকরা যাতে করে কৃষি দ্রব্যাদির ন্যায্য মূল্য পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

**শিল্পখাত ঃ** আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়ন অপ্রতুল। গ্যাস-বিদ্যুতের সঙ্কট ও উদ্যোক্তার অভাবে উত্তরাঞ্চলে শিল্প কারখানা গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়েছে। গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাবে ছোট ছোট পাঁচ হাজার শিল্পকারখানাএবং দশ হাজার চাতালের কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম। একমাত্র বগুড়া ছাড়া সমগ্র উত্তরাঞ্চলের গ্যাসের অভাব, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কট এতই বেশি যে, এ এলাকায় সাশ্রয়ী মূল্যে শ্রমিক পেয়েও সফলভাবে তাদের কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মন্দের ভালো হিসাবে পাবনায় তাঁতশিল্প, রাজশাহীতে রেশম শিল্প এবং বগুড়ায় কৃষি সরঞ্জামাদিসহ আরো কিছু শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এগুলো সম্ভাবনাময় এবং ভারতসহ বিশ্ব বাজারে এগুলোর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু মূলধনের অভাবে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ কারখানাগুলো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। এ শিল্পগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। মার্কেটিং ও লবিং পদ্ধতির মাধ্যমে এগুলো ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশের ১৫টি চিনি কলের প্রায় সবগুলো উত্তর বাংলায় অবস্থিত। কিন্তু বেশিরভাগ চিনিকল ধল উৎপাদনশীলতার কারণে লোকসান করছে। এর জন্যে যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাপনা দুটোরই পরিবর্তন করে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। চিনি কলগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য উপজাত হিসেবে দক্ষতার সাথে গুড় ও মোলাসিস উৎপাদন করতে হবে। যেসব চিনি কলগুলোকে সরকারী তত্ত্বাবধানে রেখে কিছুতেই লোকসানমুক্ত করা সম্ভব নয়, সেগুলো যত শীঘ্র সম্ভব বেসরকারী খাতে দেশী-বিদেশী শিল্প উদ্যোক্তাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। চিনি উৎপাদনের সাথে জড়িত আখ চাষীরা যাতে করে আখের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে কোনভাবে নিরুৎসাহিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের উৎপাদিত আখ ন্যায্যমূল্যে সময় মত ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেকেই মনে করেন চিনি কলগুলোকে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দিলে চিনির বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এই যুক্তি দেখিয়ে উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র আখ চাষীদের আখের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করা বড় অমানবিক।

**সেবামূলক খাত ঃ** উত্তরাঞ্চলের কর্মসংস্থানে অপ্রতুলতার বড় একটি কারণ হলো উদ্যোক্তার অভাব এবং সেবামূলক খাতের অপ্রতুলতা। সরকারী এবং বেসরকারী উভয় খাতে সেবামূলক কর্মকান্ড ও কর্মসংস্থান বড়ই সংকুচিত। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে আয় উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং আয় উন্নতি ও কর্মসংস্থানের সুষম বন্টন করা দরকার। তাই উত্তরাঞ্চলের সেবামূলক খাত সমৃদ্ধিকরণের সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে ব্যাংক, বীমা, ইনসিওরেন্স, হাসপাতাল ইত্যাদি খাতের সম্প্রসারণ করতে হবে।

**জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত**

প্রায়শই শোনা যায় বগুড়া থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত এবং সংশ্লিষ্ট ভারত সীমান্ত বরাবর এলাকা কয়লা খনিতে ভরপুর। কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আমরা এসব এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কলকারখানার কাজে লাগাতে পারি। ইদানিং আরো একটি আশার বাণী শোনা যাচ্ছে যে, পাকিস্তান আমলে পাবনার রূপপুরে পূর্ব পরিকল্পিত আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটিতে আমেরিকা অর্থায়ন করতে আগ্রহী। এটি বাস্তবায়নের জন্যে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ মূল্যবান প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে পারলে উত্তরাঞ্চলসহ গোটা দেশ বিভিন্ন শিল্পে শিল্পায়িত হবে।

**যোগাযোগ খাত ঃ** জল, স্থল ও আকাশযোগে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও উত্তরাঞ্চলের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মংলা সমুদ্র বন্দরকে বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর হিসেবে উন্নীত করা গেলে এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে উত্তরাঞ্চল উপকৃত হবে। বিভিন্ন দেশী, বিদেশী, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ব্যবসায়িক স্বার্থে মংলা বন্দর উন্নয়ন কাজে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা দিতে আগ্রহী। যেমন- ভারত, নেপাল ও ভুটান এই বন্দরটি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহারে অতি আগ্রহী হবে। তারা এক্ষেত্রে বেশির ভাগ অর্থ সাহায্য করবে। সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন হিসেবে উত্তর বাংলা যেভাবে লাভবান হবে তা হল মংলা-উত্তরবাংলা-নেপাল এবং নেপাল-উত্তরবাংলা-মংলা এভাবে ফোর লেনের আন্তর্জাতিক মহাসড়ক হবে। মহাসড়কের দু'পাশ দিয়ে স্ব-উদ্যোগে বেসরকারীভাবে গড়ে উঠবে অনেক শিল্প কারখানা। উপকৃত হবে উত্তরবাংলা ও সমগ্র দেশ।

পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা দ্বারা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের ও এর উত্তরাঞ্চলের নদীগুলোতে ড্রেজিং করতে পারলে সারা বছর নদীগুলো খরস্রোতা থাকবে। ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বার্থে নদীগুলোতে নৌ-যান ও ছোটখাটো জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে। তাতে করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে এবং শীতলক্ষ্যা নদীর মত নদীগুলোর দু'পাশে বেসরকারী উদ্যোগে অনেক শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে নদীর দু'ধারে বেড়িবাঁধ নির্মাণ, নদীর দু'ধারে বনায়ন, মংলা বন্দরের উন্নয়ন, উন্নত গবেষণার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন, সেবাখাতের সম্প্রসারণ, সাশ্রয়ী খরচে কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন, সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা, বগুড়া ও দিনাজপুরে কয়লা খনির উত্তোলন এবং পাবনার রূপপুরের আণবিক শক্তি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের বাস্তবায়ন করতে পারলে শুধু উত্তর বাংলার উন্নয়নই নয়, আমাদের দেশ সামগ্রিকভাবে দ্রুত উন্নয়নের একটি বিকল্প পন্থা খুঁজে পাবে। তাৎক্ষণিক সহায়ক হিসাবে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বাজেটে উন্নয়ন বাজেট, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে বরাদ্দকৃত অর্থ, আঞ্চলিক সুষম বণ্টনের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা এবং উত্তরাঞ্চলের উন্নয়নের স্বার্থে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকবে বলে সমগ্র উত্তরাঞ্চলসহ দেশবাসী প্রত্যাশা করছে।

*লেখক ঃ চেয়ারম্যান, নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল ও ভাইস-চ্যান্সেলর উত্তরা ইউনিভার্সিটি।*